দৈনিক জনকণ্ঠ

JUN. 16 2002

১৭ ২

মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

শতবর্ষের ঐতিহ্য হারাতে বসেছে এই স্কুলটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মৌলভীবাজার

শিক্ষকস্বল্পতা, দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণে শত বছরের ঐতিহ্যবাহী মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় তার অতীত ঐতিহ্য হারাতে বসেছে।

জানা গেছে, গত ১০ জানুয়ারি মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ১শ' ৪০ ছাত্রকে বিভিন্ন ক্লাসে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ভর্তি করা হয়। বিধি মোতাবেক ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তি ফী আদায় না করে বিভিন্ন অজুহাতে দুই থেকে তিন হাজার টাকা করে অতিরিক্ত ফী নেয়া হয়েছে। জেলা সদরের একমাত্র স্বনামধন্য স্কুলটিতে ভর্তি করাতে অভিভাবকের আগ্রহ থাকায় এই অতিরিক্ত ফী প্রদানেও অনেকেরই কোন আপত্তি বা অভিযোগ ছিল না। দু'একজন অতিরিক্ত ফীর ব্যাপারে রসিদ চাইলে তাদের রসিদ না দিয়ে বলা হয়, 'অতিরিক্ত টাকা না দিলে ভর্তি করানো হবে না।' সকলেই মুখ বুজে অন্যায়টি সহ্য করে নিচ্ছে। তৃতীয় শ্রেণীতে ৭০ ছাত্রের স্থলে অতিরিক্ত ২৭ জন এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে আরও অতিরিক্ত ৮০ ছাত্রকে ভর্তি করা হয়। এদের প্রত্যেকের কাছ থেকে অনুরূপভাবে অতিরিক্ত ফী আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। বিদ্যালয়ে প্রায় ৮শ' ছাত্র বর্তমানে অধ্যয়ন করছে। ২৬ শিক্ষকের মধ্যে ৭টি পদ খালি রয়েছে। শিক্ষকস্বল্পতার কারণে তৃতীয় শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিদিন একটি করে ক্লাস কম নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। ফলে বছর শেষ হলেও সিলেবাসের পড়া শেষ করা সম্ভব হয় না।

প্রধান শিক্ষক ইসমাইল খান দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে স্কুলে দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতা শুরু হয়। স্কুলের অডিটরিয়ামের ভাড়া বাবদ যে টাকা আসে তার সিংহভাগই স্কুলের ফান্ডে না রেখে তিনি নিজের কাছে রেখে দেন। প্রধান শিক্ষকের বাসভবন ২০০১ সালে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ ২ লাখ টাকা ব্যয়ে মেরামত করে। কিন্তু প্রধান শিক্ষক সেই ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে অন্যত্র অবস্থান করছেন। প্রধান শিক্ষকের নামে বরাদ্দ করা এ ভবনটি বর্তমানে ব্যবহার করছেন স্কুলের প্রধান সহকারী। অভিযোগ পাওয়া গেছে, প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতির মূল হোতা প্রধান সহকারী আব্দুল আউয়াল বকাউল। প্রধান সহকারী ১৯৯৯ সালে সিলেট পাইলট স্কুল থেকে বদলি হয়ে মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগ দেন। যোগদানের পর এলপিসি না আসায় দীর্ঘ ৬ মাস তাঁর বেতন বিল তৈরি হয়নি। এলপিসি না আসার কারণ হিসাবে জানা যায়, পাইলট স্কুলে থাকাকালীন সময়ে প্রধান সহকারী স্কুলের ছাত্রদের স্কলারশিপের ২৫ হাজার টাকা ছাত্রদের সই জাল করে এবং শিক্ষকদের বেতন উত্তোলনের রেভিনিউ স্ট্যাম্পের ১২ হাজার টাকা আত্মসাত করেন। পরে এ টাকা পরিশোধ করার পর তাঁর এলপিসি আসে। ২০০০ সালে স্কুলের নাইটগার্ড খুন হওয়ার অজুহাতে অফিসের মূল্যবান কাগজপত্র তছনছ এবং ভাউচার গায়েব হয়েছে দেখিয়ে প্রচুর অর্থ আত্মসাত করারও অভিযোগ পাওয়া গেছে। জেলা শিক্ষা অফিস মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসমাইল খানের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বিভিন্ন স্কুল এবং মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগে সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনে অস্বচ্ছতার অভিযোগ আনে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি মৌলভীবাজার জেলা শাখার লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে এবং উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলার সব মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেয় যে, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর ঢাকার প্রতিনিধি হিসাবে মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসমাইল খানের দায়িত্ব পালনে অস্বচ্ছতার কারণে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ না করার জন্য। বিজ্ঞপ্তিতে আরও অভিযোগ করা হয়, তাঁর বিরুদ্ধে শিক্ষক সমিতির আনীত অভিযোগ ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। জেলা শিক্ষা অফিস পরামর্শ দেয় কোন বেসরকারী স্কুল বা মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকারী স্কুলের প্রতিনিধি হিসাবে জেলার অন্য কোন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে নিতে।